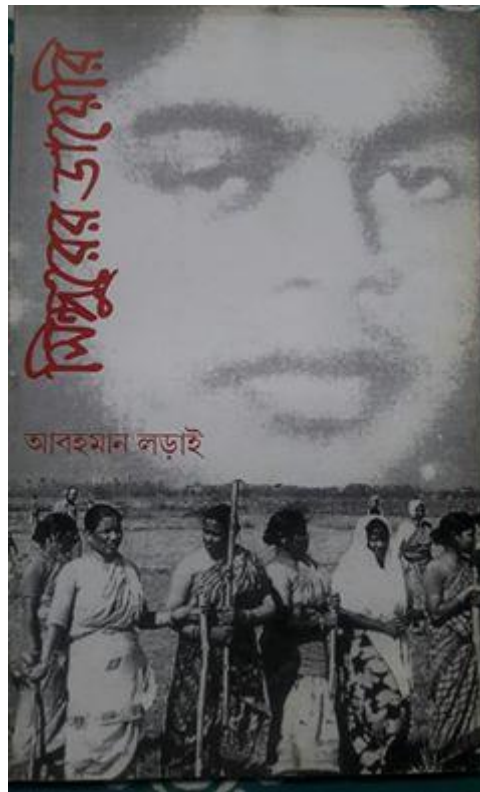


Historic verdict by the Division Bench of the Supreme Court on Singur August 31, 2016



The Division Bench of the Supreme Court has delivered a historic verdict on 31.08.2016 on Singur land acquisition case by the then Left Front Government of West Bengal in 2006 and mentioned it was illegal. Though it is not the last word and there are further scopes of appeal as well as there are other litigations, but this historic verdict has again exposed the misdeeds, forceful acquisition and anti-people activities of renegade CPIM on behalf of big capital in the cover of people's interest and necessary industrialization for West Bengal.



That particular industry can be easily established in Kharagpur or Durgapur but probably for promoting and real estate business the most fertile agrarian land near to Kolkata on the side of Durgapur Expressway was occupied by Tatababu with the help of Budhababu. But the spirited peasants of Singur fought a heroic battle and wrote the name of Singur Land Movement (2006 '08) in the history of people's movement. Peasant fighter Tapasi Malik was kidnapped, raped, killed and eloped. Other peasants including women were severely tortured. Opposition leader Mamata Banerjee (including her 26 days fasting and 14 days Dharna) and other political parties, intellectuals, cultural personalities, professionals and others also fought a strong solidarity movement. Rests are history. In spite of all Tatababu and Budhababu took control of Singur through the might of state and money power but later backlash in Nandigram Land Movement and all pervading reaction made them bound to retreat.

Just the verdict has come out. Let us see how and how much they will be implemented. At present this much can be said that Mamata Banerjee has cleverly snatched the issue and has consolidated her political base whereas receding CPIM has received another jolt before one of their annual Bandh Festivals. The statement of Syrus Mistri before the verdict, their reluctant contest, their statement on the verdict and more over the statements of Rabindranath Bhattacharya and Mamata Banerjee are very significant and hints for some pragmatic understanding benefiting both the parties. We will not be surprised if Sapoorjee Palanjee will directly or indirectly restarts its real estate business there. The destiny of the land which was changed in character is a complex chapter but the democratic voice should consistently concentrate on proper and timely execution of justified compensation of poor families who had not only lost their land but also severely suffered for last 10 years and the compensation of mostly deprived 'Bhagchasi's, Bargadars and 'Khetmajurs' whose names are not mentioned in the verdict. Let us celebrate the victory of a long legal battle of displaced and distressed peasants of historic Singur against forceful and illegal land acquisition by the big capital and its kowtow state and political mafias. [31.08.2016]

[Pix courtesy: Madhumoy Paul and Maroona Murmu]





**সিঙ্গুর মামলায় সর্বোচ্চ আদালতের রায়
গণআন্দোলনের জয়, কোন দলের জয় নয়**

প্রেস বিজ্ঞপ্তি - ৩১-০৮-২০১৬

সাথী,

দীর্ঘ আন্দোলনের পর অনেক কৃষকের রক্তের বিনিময়ে রাজ্যের পালা বদলের প্রায় এক দশক কেটে গেছে। আজ দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পর সেই জয়ের বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত্রমজুর সমিতি মনে করে এই জয় কোনও দলের জয় নয়, বরং এই জয় মানুষের জয়। সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলন শুধু জমির অধিকারের লড়াই ছিল না। সেই সঙ্গে ছিল মানবাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষার এক দৃষ্টান্তমূলক সংগ্রাম যেখানে কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেত্রমজুরদের সাথে সমাজের সর্বস্তরের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় যে শুধু অবৈধ জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জয় হয়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে মানুষের অংশগ্রহণ ও জীবনের বিনিময়ে গণতন্ত্র রক্ষার ঐতিহাসিক লড়াইও স্বীকৃতি পেয়েছে। সিঙ্গুর আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল স্থানীয় উন্নয়নে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নীতি নয়, বরং মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু সিঙ্গুর আন্দোলনের এত বছর পরেও আজও রাজ্যের উন্নয়নে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণের অধিকারকে সুরক্ষিত করা যায়নি। উপর থেকে সরকার ও নেতাদের অঙ্গুলী হেলনেই ঝুলে রয়েছে রাজ্যবাসীর ভাগ্য। রায়দানের পর সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রীর ২ রা সেপ্টেম্বরকেই সিঙ্গুর দিবস হিসেবে বিজয় উত্সব পালনের জন্য বেছে নেওয়ার মধ্যেও রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে বলে মনে করে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত্রমজুর সমিতি। বর্তমান শাসক দলের এই সিদ্ধান্ত প্রকারান্তরে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করবে এবং এই সিদ্ধান্ত আসলে এক কৃষক আন্দোলনের জয়কে অন্য শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কু-চক্রান্ত। আমরা এই রাজনৈতিক নীচতার নিন্দা করছি। আজকের এই ঐতিহাসিক রায়দানের মুহুর্তে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত্রমজুর সমিতি জমি রক্ষা আন্দোলনের সমস্ত শহিদদের সালাম জানায়।

ধন্যবাদান্তে,

অনুরাধা তলওয়ার ও উত্তম গায়েন
পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত্রমজুর সমিতির পক্ষে